দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 MAR 2007

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

আন্তর্জাতিক শিক্ষামেলায় শেষ দিনেও প্রচণ্ড ভিড়, স্পট এ্যাডমিশন দেড় সহস্রাধিক

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষাপ্রেমী তরুণ-তরুণীদের উপচে পড়া ভিড়ের মধ্য দিয়েই হোটেল শেরাটনের বলরুমে দু'দিনব্যাপী পঞ্চম আন্তর্জাতিক শিক্ষামেলা শেষ হলো। মেলার শেষদিন শনিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হাজার হাজার শিক্ষার্থী দীর্ঘলাইনে দাঁড়িয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার তথ্য সংগ্রহ করেছে। প্রায় প্রতিটি স্টলেই ছিল আগ্রহী শিক্ষার্থীদের দীর্ঘলাইন। এদিন 'স্পট এ্যাডমিশনই' নিয়েছে দেড় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী। এ ছাড়া আরও

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন

আন্তর্জাতিক শিক্ষামেলায়

(প্রথম পাতার পর)

কয়েক হাজার শিক্ষার্থী মেলায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির আবেদন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই বেশিরভাগ আবেদন জমা পড়েছে। এসএসবিসিএল আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক শিক্ষামেলায় ইউরোপ ও এশিয়ার ১৮ দেশের প্রতিনিধি ও ২২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এসএসবিসিএল-এর নিজস্ব প্যাভিলিয়নসহ স্টল ছিল ২৯। এই আন্তর্জাতিক শিক্ষামেলায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পোল্যান্ড, হল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও মালয়েশিয়া। ঢাকাস্থ আমেরিকান সেন্টার, রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার, আলিয়ঁস ফ্রঁসেস, ডেমোক্রেসিওয়াচ ও মালয়েশিয়ান দূতাবাস এই মেলায় তাদের কার্যক্রম নিয়ে উপস্থিত ছিল।

মেলার আয়োজক এসএসবিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুমন তালুকদার বলেন, এসএসবিসিএল ২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক শিক্ষামেলার আয়োজন করে আসছে। এবারই বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রেমীদের সবচেয়ে বেশি সাড়া মিলেছে। স্পট এ্যাডমিশনের সংখ্যাও এবার সর্বাধিক। এ দেশের শিক্ষাপ্রেমী তরুণ-তরুণীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার এত আগ্রহ দেখে বিদেশী অতিথিরাও অভিভূত। দু'দিনব্যাপী এই মেলায় দশ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। সুমন আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে সহায়ক উচ্চতর শিক্ষা লাভ ও নিজস্ব আগ্রহ বা পছন্দের বিষয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা এ দেশের অনেক শিক্ষার্থীরই রয়েছে। দেশে সে সুযোগ খুবই সীমিত। বিদেশে সে সুযোগ থাকলেও প্রয়োজনীয় তথ্য, যোগাযোগ ও নিশ্চয়তার অভাবে তাদের অদম্য ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রতিবছর এ আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী বছর আন্তর্জাতিক শিক্ষামেলা আরও বড় পরিসরে করার পরিকল্পনা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্থ আলাবামা, আয়ারল্যান্ডের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যান্ড টেকনোলজি, পোল্যান্ডের ফ্রেডেরিক স্কারবেক গ্রাজুয়েট স্কুল অব বিজনেস ইকনমিকসের স্টলের কর্মকর্তারা জানান, শনিবার সকাল থেকেই তাদের স্টলের সামনে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘলাইন পড়ে যায়। বেশিরভাগই ভর্তি সম্পর্কিত নানা তথ্য ও সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে জানতে চান। এর মধ্যে অনেকে স্পট এ্যাডমিশনও নেন।

মেলায় আগত স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী শিমুল জানান, তিনি অস্ট্রেলিয়া অথবা ইউরোপের কোন দেশে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী। মেলায় এসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছেন। কম খরচে কিভাবে এসব দেশে উচ্চশিক্ষা নেয়া যায় সে সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। পছন্দের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছেন। এখন অপেক্ষার পালা।